HSC -2021 ASSIGNMMENT-1

SUBJECT:- FINANCE & BANKING :: PAPER:- 1ST

সরকারি অথায়ন

রাষ্ট্র বা সরকার কতৃক নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অথসংস্থান নীতি ও কলাকৌশলকে সরকারি অথসংস্থান বলা হয় ।সরকারি কতৃপক্ষের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রন, সম্পদের সুষম বন্টন, জাতীয় আয় স্থিরীকরণ, কমী নিয়োগ ও মূল্যস্থরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ও সঠিক পথে পরিচালিত করাই সরকারি অথায়নের উদ্দেশ্য । এটি সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় ।যেমন:- বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক দেশের সামগ্রীক মুদ্রা বাজার নিয়ন্তণ করা, বিভিন্ন আথিক বছরে বাজেট পেশ করা, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন খাত থেকে কর ও শুল্ক আদায় করা প্রভৃতি ।এটি দু'ভাগে বিভক্ত:-

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস:- সরকার তার প্রয়োজনীয় অথের একটি অংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগ্রহ করে থাকে ।এসব উৎসগুলোর মধ্যে কর, শুল্ক, সরকারি কোষাগার ও দপ্তর, বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ।যেমন:- আমরা মোবাইলে ক

খ. আন্তজাতিক উৎস:- সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস ছাড়াও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে অথায়ন করে থাকে ।বিশেষ করে আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অথায়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎস একটি গুরুত্বপূণ উৎস হিসেবে বিবেচিত ।বৈদেশিক ঋণ, বৈদেশিক সাহায্য, দান-অনুদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।যেমন:- পদ্মা সেতুতে চীন বিপুল পরিমান অথ ঋন হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে প্রদান করছে,

যৌথ মূলধনী অথায়ন

মুনাফা অজনের জন্য কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে এবং যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি বলে ।বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে এ ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় ।যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অথায়ন সংক্রান্ত কাজগুলোকে সমন্বিতভাবে কপোরেট অথায়ন বা যৌথ মূলধনী অথায়ন বলা হয়ে থাকে ।যেমন:- স্কয়ার

অধ্যাপক M.Y. Khan এবং P.K. Jain –এর ভাষায়,"Managerial Finance or Corporate Finance is concerned with the duties of the financial managers

in business firm.“অথাৎ ব্যবস্থাপকীয় অথায়ন বা কপোরেট অথায়ন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আথিক ব্যবস্থাপকদের কমকান্ডের সাথে সমপৃক্ত”

সুতরাং, আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়িক কাযক্রম শুরু, তা চলমান রাখা এবং সম্প্রসারণের জন্য পেশাদার ব্যবস্থাপকগন কতৃক গৃহীত অঅথিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, অথ সংগ্রহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, চলতি মূলধনের কাম্য স্তর বজায় রাখা, মুনাফা সংরক্ষণ ও বন্টন সিদ্ধান্ত এবং এসবের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কাযক্রমকেই যৌথ মূলধনী অথায়ন বলে।

যৌথ মূলধনী অথায়নের কাযাবলী নিম্নরুপ:-

প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের ব্যসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আয়তন তথা লেনদেনের দিক থেকে যৌথ মূলধনী কোম্পানিই সবচেয়ে বড় ।কাজেই যৌথ মূলধনী কোম্পানির অথায়ন কাযাবলীও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা আলাদা। নিম্নে এর কাযাবলীগুলো বণনা করা হলো:-

১. আথিক পরিকল্পনা গ্রহণ:- কোন কায সম্পদনের জন্য অথ প্রয়োজন ।এই অথের উৎস সংস্থান, সংগ্রহের সময়কাল, তহবিল সংগ্রহের ব্যয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন কাযাবলী বিচার বিশ্লেষণ করে কাযের পরিধি নিনয়করণ প্রভৃতি কাযাবলী আথিক পরিকল্পনার আওতাভুক্ত ।কোম্পানির প্রধান আথিক ব্যবস্থাপক বা কোষাধ্যক্ষ এই কাযাবলী সম্পাদন করেন।

২. তহবিলের উৎস নিবাচন বা শনাক্তকরণ:- আথিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর কোন তহবিল হতে অথ সংগ্রহ করা হবে তা এখানে বিবেচনা করা হয় ।অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক যে কোন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে তহবিল সংগ্রহের ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

৩. তহবিল সংগ্রহ:- যৌথ মূলধনী কোম্পানির আরেকটি কাযাবলী হলো শনাক্তকৃত তহবিল সংগ্রহ করা ।এক্ষেত্রে ঝুকি, মূলধন ব্যয়, মুনাফা সময় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

৪. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত:- বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যৌথ মূলধনী অথায়নের অন্যতম কাজ।

৫. নগদ ব্যবস্থাপনা:- চলতি মূলধন ও মূলধনজাতীয় বিনিয়োগের জন্য নগদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি ।এটি কোষাধ্যক্ষের অন্যতম একটি কাজ ।এছাড়া প্রকল্পে কতটুকু নগদ আন্ত:প্রবাহ ও বহি:প্রবাহ ঘটবে তা পূব হতে অনুমান করা অথায়নের গুরুত্বপূণ কমকান্ড।

৬. ঋণ –মালিকানা অনুপাত ব্যবস্থাপনা:- প্রতিষ্ঠানের মোট ম,ূলধনের মধ্যে নিজস্ব মূলধন এবং ঋনকৃত মূলধনের কাম্য স্তর বজায় রাখতে হবে।এটি যৌথ মূলধনী কোম্পানির অথায়নের ক্ষেত্রে খুবই জরুরি।

৭. মুনাফা সংরক্ষণ ও বিতরন:- বিনিয়োগকৃত তহবিল থেকে অজিত মুনাফা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বস্তিদায়ক কিন্ত সেটার অব্যবস্থাপনা গুরুতর অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে।অজিত মুনাফার কতটা সংরক্ষন করা প্রয়োজন আয় কতটা বিতরন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যৌথ মূলধনী কোম্পানির অথায়নের অন্যতম কাজ।

৮. শেয়ারহোল্ডারদের স্বাথরক্ষা:- শেয়ারহোল্ডাররাই কোম্পানির মালিক।প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের তথা শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি এবং শেয়ার হোল্ডারদের স্বাথ রক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

৯. কর ব্যবস্থাপনা:- যৌথ মূলধনী কোম্পানির কর নিধারন করাও একটি গুরুত্বপূণ কাজ। সুতরাং এই কর নিধারন কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করাও যৌথ মূলধনী কোম্পানির কাযঙাবলীর আওতাভুক্ত।

বি:দ্র:- অন্যান্য কাযাবলিগুলো এখানে শিরোনামের মাধ্যমে দিওয়া যেতে পারে।যেমণ:-

ক. ঝুকি ও আয় সমন্বয়

খ. সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ---------- এভাবে।

উদাহরন:- উদাহরনস্বরুপ বলা যায়, আমি একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানির আথিক ব্যবস্থাপক।আমাকে প্রথমে কোম্পাণির আথিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।আমি কোন কোন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করবো, কত সময় লাগবে, তহবিল সংগ্রহের ব্যয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন কাযাবলী বিচার বিশ্লেষণ করে অঅমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।এরপর তহবিলের উৎস নিবাচন বা শনাক্ত করতে হবে।অথাৎ আমি কোন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করবো তার একটি নিদিষ্ট রুপরেখা তৈরি করতে হবে।ধরি আমি ঋন মূলধন বেশি সংগ্রহ করবো, সেক্ষেত্রে আমাকে ঋন মূলধন ব্যয় কতো হবে সেটি বিবেচনা করতে হবে।এবার শনাক্তকৃত তহবিল সংগ্রহ করবো।এক্ষেত্রে ঝুকি, মূলধন ব্যয়, মুনাফা, সময় বিভিন্ন বিষয় বিবিচেনা করতে হবে। চূড়ান্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।আবার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তারল্য ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর দিতে হবে।এমনভাবে বিনিয়োগ করা যাবে না, যাতে আমার চলতি মূলধনে ঘাটতি দেখা দিতে পারে।অজিত মুনাফার কতটা সংরক্ষন করা প্রয়োজন আর কতটা বিতরন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে

উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।কারন ভবিষ্যতে আথিক সংকট মোকাবেলায় মুনাফার সংরক্ষণ ও বিতরন অত্যন্ত গুরুত্বপূণ । এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের তথা শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি এবং শেয়ার হোল্ডারদের স্বাথ রক্ষার বিষয়টিও আমার উপর নিভরশীল ।সরকারকে কাম্য কর প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক কর নিধারন জরুরি ।এই কারনে সঠিক কর নিধারন ও তা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে আমাকে নিয়মিত এই কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে ।